কেন বাংলাদেশে দ্বীন বিজয়ী হচ্ছে না ?

আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ সমূহ কি কি ?

১। আমরা কি আল্লাহর Replacement {স্থলাভিষিক্ত- } এর সুন্নায় পড়ে গেছি ?!!!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী,মহাজ্ঞানী। (আল মায়িদাহ ৫ : ৫৪)

এখানে আল্লাহর প্রিয় দলের ৪ টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছেঃ

ক) তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন – বিভিন্ন হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহর দেয়া ফরজ সমূহ পালন করে বান্দাহ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, আর নফল সমূহ পালন করে ধীরে ধীরে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়। আমরা কি নফল সমূহ প্রচুর পরিমাণে পালন করার চেষ্টা করি? নাকি নফল সমূহের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনীহা দেখা যায়।

খ) তারা আল্লহকে ভালোবাসবে – আল্লাহকে ভালোবাসা মানে হলো রাসুল (সাঃ) কে অনুসরণ করা যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

এখন আমরা রাসুল (সাঃ) কে কতটুকু অনুসরণ করছি – আমাদের ইবাদাতে, আচার আচরণে, ব্যবসা- বানিজ্যে কিংবা অন্য সকল ক্ষেত্রে?

গ) তারা মুসলমানদের প্রতি হবে নম্র – অর্থ তাদেরকে রক্ষা করা, তাদের বিপদে উদ্ধার করার চেষ্টা করা, তাদের প্রতি সদয় হওয়া। অথচ আমাদের দৃষ্টিভংগী কুফফারদের বিভিন্ন প্রচারের মাধ্যমে এতটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে যেঃ মুসল্মান বলতে আমরা শুধু নিজ নিজ দেশের মুসলমান বুঝে থাকি। অথচ মুসলিম ভূমিসমূহকে পার্থক্যকারী মানচিত্রে অংকিত এসব

বর্ডার কখনো আল্লাহ্‌র দ্বীনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এমনকি আমরা মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্ডারও ভালো ভাবে চিনি না। যে যার দেশের বর্ডার উল্লেখ করি। আসলে আমাদের বর্ডার হলোঃ
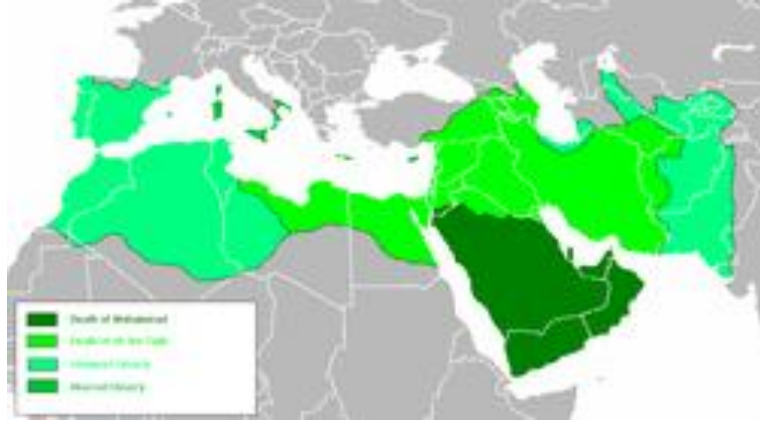
ম্যাপ – মুসলমানদের ম্যাপ শুরু হয়েছে ইসলামিক স্পেইন থেকে, মস্কো একসময় আমাদের ম্যাপের অংশ ছিলো, কাজাখস্থান, কিরিগিস্থান, তুর্কমেনিস্থান, সিমালে তুর্কমেনিস্থান (বর্তমান চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ), ভারত, বাংলাদেশ, আরাকান, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোমালিয়া, সুদান, মালি, আলজেরিয়া, মরক্কো। এই হলো আমাদ্বর বর্ডার। এর মাঝখানে রয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্থান, আফগানিস্থান, এবং আফ্রিকার সুদান, মিশর, লিবিয়া প্রভৃতি দেশ।

ঘ) তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে – অর্থ তাদের থেকে জিযিয়া নেয়া, বছরে ১/২ বার তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করা ইত্যাদি।

২। আমাদের এখানে দ্বীনের আনসার অনুপস্থিত।

দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি হলো হিজরত ও জিহাদ। কিন্তু যদি আনসার না থাকে তাহলে হিজরত করে মুসলমানরা যাবে কোথায়? তাই দ্বীনের আনসার থাকাও ফরজ। আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ

তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার। (সূরা আত তাওবা, ৯ :২০-২২)

আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَـئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুনাময়। (আল বাকারাহ ২:২১৮)

لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত,তারাই সফলকাম।

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা,আপনি দয়ালু,পরম করুণাময়। (আল হাশর ৫৯ :৮-১০)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরা হলো সত্যিকার

মুসলমান। তাঁদের জন্যে রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (আল আনফাল ৮ :৭২-৭৪)

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

لا تنقطع الهجرة ما تُقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولةً حتى تطلع الشمس من المغرب» رواه أحمد من طريق معاوية.

হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না তাওবা কবুল হয়, আর তাওবা ফিরিয়ে দেয়া হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কিন্তু যদি আনসার না থাকে তাহলে হিজরত হবে কিভাবে? কার কাছে? তাই আমাদের সবার আনসার হিসেবে কাজ করার মানষিকতা তৈরী করতে হবে। শুধু হিজরত করে এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার মানষিকতা থকলে হবে না।

রাসুল (সাঃ) যখন বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরত চাইতেন তখন তাকে আশ্রয় দেয়ার ও তাকে সাহায্য করার আহবান করতেন তিনি যখন বনী সায়াসায় এর কাছে গেলেনঃ তখন তারা বললোঃ আপনি আমাদেরকে কিসের দিকে আহবান করছেন, হে আরব ভাই? রাসুল (সাঃ) বলেছিলেনঃ আমি আপনাদেরকে

এই সাক্ষ্য এর দিকে আহবান জানাইযে আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত লাভের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। এবং তোমরা আমাকে আশ্রয় দিবে ও সাহায্য করবে।

একইভাবে মদীনার আনসাররাও রাসুল (সাঃ) কে আশ্রয় দেয়ার ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত, “সমবেত ৭০ জন লোক বায়াতের জন্য উঠলে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী আসয়াদ ইবনে যুরারা (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর হাত ধরে বললেন, ইয়াসরিববাসী একটু থামো। আমরা তাঁর কাছে উটের বুক শুকানো দূরত্ব অতিক্রম করে এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসুল। আজ তাকে মক্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, সমগ্র আরবের সাথে শত্রুতা, তোমাদের বিশিষ্ট নেতাদের নিহত হওয়া ও তলোয়ারের ঝনঝনানি। কাজেই এসব যদি সহ্য করতে পারো তবেই তাঁকে নিয়ে যাও। তোমাদের এ কাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজের প্রাণ তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তাঁকে এখানেই ছেড়ে যাও। এটা হবে আল্লাহর কাছে তোমাদের অধিক গ্রহণযোগ্য ওযর”। – মুসনাদে আহমদ।

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, “লোকেরা বায়াতের জন্য সমবেত হওয়ার পর হজরত আব্বাস ইবনে ওবাদা ইবেন নাযলা (রাঃ) বললেন, তোমারা জানো, তোমরা কিসের উপর বায়াত করছো? সবাই বললো, হ্যা জানি। তোমরা তাঁর হাতে কালো ও লাল লোকদের সাথে যুদ্ধ করার বায়াত করছো। যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন- সম্পদ বিনষ্ট করা হবে, তোমাদের অভিজাত নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যা করা হবে, তখন তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে, তবে এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করো। [আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্টাঃ ১৭৪]

এভাবে পুরো দুনিয়ার সাথে শত্রুতা করে হলেও মদীনাতে আনসাররা নিজেদের ও নিজ পরিবারের গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত মুসলমনাদেরকে রক্ষা করার জন্য তৈরী হয়ে যান।

এদেশে একজন আনসারের কাজ কি কি হবে? এই দেশে একজন আনসারের কাজ হবে যেকোন ২/৩ জন মুহাজির ভাইকে নিজ ঘরে থাকার জন্য আশ্রয় দেয়া ও থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থা করা। যদি কোন আনসার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে মুহাজির ভাইদের খাবার সংস্থান করতে না পারেন, শুধু থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে সেটাও চলবে। তবে দুটোই প্রদান করতে পারলে ভালো। এক্ষেত্রে তিনি নিজে বাড়ীর মালিক

হতে হবে, তা না হলে মুর্তাদদের প্রেসারে অনেক সময় বাড়ীর মালিকরা তথ্য ফাঁস করে দেয়। কিন্তু এই বাড়ী যে শহরে হতে হবে কিংবা বিল্ডিং হতে হবে, এমনটা জরুরী নয়। সেটা গ্রামেও হতে পারে, টিনের ঘরও হতে পারে।

আর সাধারণত মুহাজিররা এমন এক সময় আনসারদের বাসায় চলে যাবেন, যখন মূল যুদ্ধ শুরু হবার সময়। অস্ত্র সহ তারা সেখানে অবস্থান নিবেন। তাই কোন কারণে মুর্তাদ সরকারের বাহিনী আসলেও তাদের দাত ভাংগা জবাব দেয়া যাবে। এছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে এখনও কোন কোন ভাই এর নিরাপত্তা সমস্যার কারণে কোন আনসারের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে হতে পারে।

মুহাজির যে শুধু বিদেশ থেকে আসবেন সেটা নয়, দেশের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়ও একজন মুসলিম মুহাজির হিসেবে চলে আসতে পারেন। তাই আনসারদেরকে দেশী ও বিদেশী উভয় ধরনের মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দেয়া ও সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

সহজেই অনুমেয়, এখন আনসারদেরকে নিজের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর জন্য এই রকম কুরবানী করার জন্য, কষ্ট করার জন্য মানষিক ভাবে তৈরী করতে হবে। দাওয়াহ দিতে

হবে। আর আনসাররা যেহেতু নিজে গৃহকর্তা হবেন, তাই এই ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাই হওয়া উচিত চূড়ান্ত।

আনসারদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়ার জন্য মূল মহাসড়ক বাদ দিয়ে ভিন্ন পথে, ভিতরের পথ দিয়ে যাওয়ার জন্য চ্যানেল চালু করা। যাতে অস্ত্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ঐ সব পথ দিয়ে তারা গাইড করে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় নিয়ে যেতে পারেন।

বর্তমানে যে ৮ টা দেশে শক্তি সহ মুসলিমরা অবস্থান করছেন সে সব দেশে আনসাররা এভাবেই মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। যেমনঃ ইয়েমেনে আনসার আশ শারীয়াহ, মালিতে আনসার আদ দ্বীন।

৩। বাংলাদেশে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ করা কি ফরজে আইন নাকি নফল?

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়,তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (আল আনফাল, ৮ :৩৯)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)। (সূরা বাকারা ২/১৯৩)

কাফির নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা আত তাওবা ৯ :১২)

নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত তাওবা ৯ :১২৩)

এমনিতে ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম ফরজ হচ্ছে আক্রান্ত মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা। আমাদের দেশ সরাসরি আক্রান্ত না হলেও কাফিররা তাদের এদেশীয় এজেন্ট ও সাহায্যকারী মুর্তাদদের মাধ্যমে তাদের সকল কাজই আদায় করে নিচ্ছে। দ্বীন ইসলামের আইন, শিক্ষা, রীতি নীতি উপড়ে ফেলে কাফিরদের শিক্ষা, রীতি- নীতি সবকিছুই এ দেশীয় মুর্তাদরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রচলন করছে। এটাকে ডিজিটাল আক্রমণ বলা যেতে পারে। এই দিক থেকে এদেশীয় মুর্তাদদেরকে শক্তির মাধ্যমে উপড়ে ফেলা হচ্ছে সকল মুসলমানের উপর ফরজে আইন।

এছাড়া শাসক যখন সুস্পষ্ট কুফরী করে তখন যাদের শক্তি আছে, তাদের উপর এটা ফরজে আইন হয়ে যায় যে, ঐ শাসককে প্রতিস্থাপন করা। এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা রয়েছে। উবাদা বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা

হয়েছেঃ তাদের (শাসকদের) সাথে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফর (কুফরুন বাওয়াহ) দেখতে পাও।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রঃ) শারহ সাহীহ মুসলিম কিতাবে এবং ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রঃ) ফাতহুল বারীতে শাসক কুফর বাওয়াহ করলে সামর্থবানদের উপরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হবার উপর আলিমদের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।

কাজী ইয়াজ (রঃ) বলেছেন, সে (শাসক) যদি কুফরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, এওবং শারীয়াতকে প্রতিস্থাপন করে অথবা বিদয়াত করে তাহলে তার আনুগত্য নিষ্প্রয়োজন। যদি তাদের সামর্থের মধ্যে থাকে, তখন মুসলমানদের জন্য এটা কর্তব্য হয়ে যায় যে, তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো, তাকে সরিয়ে দেয়া আর আর স্থানে একজন ভালো নেতা নিয়োগ করা। (ফাতহুল বারী)

ইমাম ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে ইজমা রয়েছে যে, বিজয়ী শাসকের / আমীরের আনুগত্য ও তার সাথে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করা ফরজ। এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে তার আনুগত্য উত্তম কারণ এতে মানুষের জীবন, রক্ত বাঁচানো যায় এবং মানুষ হসান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু শাসক যদি সুস্পষ্ট কুফরে (কুফর সারীহ)

লিপ্ত হয়, তখন তার আনুগত্য ওয়াজিব নয়। বরং তখন যাদের সামর্থ আছে তাদের জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব যেমন হাদিসে এসেছে। (ফাতহুল বারী)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেছেন, এমন প্রত্যেক দল যারা কোন সুস্পষ্ট ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের ইমামদের ইজমা মতে ওয়াজিব যদিও তারা (কালেমা) শাহাদাহ পাঠ করে। (মাজমু আল ফাতাওয়া, ২৮/৫১০)

আরেকটা ব্যাপার হলো যে সব ভাইরা এদেশে জিহাদকে কম গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি আফগানিস্থান, ইরাকে গিয়ে জিহাদে শরীক হবার কথা বলেন, তাদের যুক্তি হলো, সেখানে সরাসরি কাফিররা আক্রমণ করেছে – তাই সেখানে জিহাদ ফরজে আইন। কিন্তু এই ভাইরা খেয়াল রাখতে ভুলে যান যে, এটা তখন হবে যখন সেই সব জিহাদে পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষের অভাব হবে। আলহামদুলিল্লাহ, সেসব জায়গায় মানুষের অভাব নেই বরং সেখানে বিভিন্ন দেশের জন্য নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্ধ করা আছে – এর চেয়ে বেশী সংখ্যক মুজাহিদীন তারা নিচ্ছেন না। এ থেকেই সেই সন জায়গায় জিহাদ ফরজে আইন থেকে

ফরজে কিফায়া হয়ে যায়। কারন আমরা সবাই চাইলেও সেখানে নেয়া হবে না।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের জন্য সেসব এলাকায় কাফিরদের আক্রমণের কারণে ফরজে আইন হবার আগেই এখানে ইসলামী শারীয়াতের অনুপস্থিতি ও শাসকদের সুস্পষ্ট কফরী করায় এখানে মুর্তাদ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরো আগে ফরজে আইন।

এখন যদি মনে হয়, দুটোই ফরজে আইন, তাহলে দুই ফরজে আইনের মধ্যে নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধের দাবী অনুযায়ীও আমাদের জন্য এদেশে জিহাদ বেশী গুরুত্ব পাবে।

আমাদের দেশ থেকে খুব বেশী হলে কিছু সংখ্যক মুজাহিদীন প্রশিক্ষণের জন্য সে সব যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে পারেন, যাতে ফেরত এসে এখানে সঠিকভাবে জিহাদে নেতৃত্ব দিতে পারেন কিন্তু কোন ক্রমেই সেটা একেবারে হিজরত করে চলে যাওয়া নয়।

৪। বাংলাদেশে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য নেই, আমরা বিভিন্ন জামায়াতে বিভক্ত।

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (আল আনফাল ৮ :৭৩)

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমুহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আলি ইমরান ৩ :১০৩)

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে। (সূরা আল-আনফাল ৮ : ৪৬)

رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " إذا كان في الأرض خليفتان فاقتلوا آخرهما

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ যদি পৃথিবীতে দুই জন খলিফা হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয়জনকে হত্যা করো।

তাই বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর একজন খলিফা থাকা উচিত। আর খিলাফতের অনুপস্থিতিতে পুরো পৃথিবীর মুসলিমদের মধ্যে একজন আমীর থাকা উচিত। আর তাও সম্ভব না হলে অন্তঃত প্রতিটি দেশের মুসলমানরা একজন আমীর এর অধীনে থাকা উচিত। পরবর্তীতে এসব আমীররা মিলে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য একক আমীর নির্ধারণ করতে পারবেন।

বর্তমানে যেসব দেশে জিহাদ চলছে যেমনঃ আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি প্রভৃতি দেশেও

মুসলিম ও মিজাহিদীনরা শুধুমাত্র এক আমীরের নেতৃত্বে থেকে জিহাদ করছেন।

তাই পুরো পৃথিবীতে একটি তাইফা থাকবে বিজয়ী তাইফা। প্রতিটি এলাকায় শুধুমাত্র একটি তায়িফা থাকবে বিজয়ী তাইফা। বর্তমানে ৮ টি এলাকায় যে জিহাদ চলছে সেখানে শুধুমাত্র একটি তায়িফা কাজ করছে। আএকটি ইমারার অধীনে জিহাদ চলছে।

তাই আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হবে। আলাদা আলাদা দলে নয়।

৫। আল্লাহর উপর আমাদের তাওয়াক্কুল (ভরসার) এর অভাব রয়েছে কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্টার কাজে আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (সূরা আয যুমার ৩৯: ৩৬)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। (সূরা আল আনফাল ৮ :৬৪)

আল্লাহ্ বলেছেনঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৭)

بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫০)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুল (সাঃ) তাকে বলেছিলেন, হে যুবক, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহকে স্মরণ রাখো আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহকে স্মরণ করো, তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যদি কোন কিছু চাও, তবে আল্লাহর কাছে চাও। যদি সাহায্য চাও, তবে আল্লাহর কাছে চাও। (সুনান তিরমিযি)

সকল ক্রুসেডার, জালিম, ভারত, বার্মা, মুশরিক- মুর্তাদ সবার ইচ্ছার বিপরীতেও এই দেশে দ্বীন কায়েমের জন্য

আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ওয়াদা আল্লাহ একাধিকবার করেছেন। কিন্তু আমরা কি আল্লাহ্র উপর পুরোপুরি ভরসা করতে পেরেছি?

অতীতেও আল্লাহ্ অনেক অহংকারী- কাফির গোষ্টিকে শাস্তি দিয়েছেন এবং এ পৃথিবী থেকে পর্যদুস্থ করে বিদায় দিয়েছেন। আজকের যুগের মুশরিক- মুর্তাদদের জন্যও একই ব্যাপার রয়েছে, শুধু আমাদেরকে যথাযথভাবে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে।

কাওমে নূহকে শাস্তি দান প্রসংগে আল্লাহ্ বলেনঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ

অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত,তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (সূরা আল আরাফ ৭:৬৪)

কাওমে আদকে শাস্তি দান প্রসংগে আল্লাহ্ বলেনঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (সূরা হামীম সেজদাহ ৪১:১৬)

কাওমে সামুদকে শাস্তি দান প্রসংগে আল্লাহ্ বলেনঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়। (সূরা কামার ৫৪:৩১)

ইব্রাহীম (আঃ)কে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করা প্রসংগে আল্লাহ্ বলেনঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

তখন ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ২৪)

ফিরাউনকে শাস্তি দান প্রসংগে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। (সূরা আল বাকারা ২:৫০)

মক্কার কুরাইশ কাফিরদের সমস্ত কলা- কৌশলের বিপরীতে আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) কে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

আর কাফেরেরা যখন পরিকল্পণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন পরিকল্পণা করত তেমনি, আল্লাহ্ও পরিকল্পণা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পরিকল্পণা সবচেয়ে উত্তম। (সূরা আল আনফাল ৮: ৩০)

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ

يَا غُلَامُ ! احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

হে বালক, আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করো, তুমি তাকে তোমার সামনে পাবে, তুমি যদি কোন কিছু চাও, তবে তা আল্লাহর কাছে চাও, তুমি যদি সাহায্য চাও তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। (সুনান তিরমিযি)

৬। আমাদের নিকট মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে গেছে দুনিয়াবী বিভিন্ন যোগ্যতা। কিন্তু আল্লাহর চোখে কে বেশী সম্মানিত? (Scales of Allah)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না। (সূরা আল কাহফ ১৮:২৮)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহ্র পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৫)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে সে- ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯: ১৩)

বিলাল-শুয়াইব বনাম আবু সুফিয়ান

সালমান-কিসরা

মাদ্রাসা থেকে পাস করা ভাইরা বেশী সম্মানের হক্বদার। কারণ তারা দ্বীনের ইলমে অগ্রগামী।

বিলাল-আবু জ্বার

৭। এ দেশ থেকে হিজরত করে অন্য কোন জিহাদের ময়দানে চলে যাবার প্রবণতা।

এটা আসলে এদেশের নির্যাতিত দুর্বল মুসলমানদেরকে রেখে পলায়ণপরতা।

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (আন নিসা ৪:৭৫)

আল্লাহ বলেন, তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে লড়াই করোঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আত তাওবাহ ৯: ১২৩)

আমাদের নিকটবর্তী কাফির তো হচ্ছে এ দেশীয় মুর্তাদ শাসকগণ।

এছাড়া উবাদা বিন সামিত (রাঃ) বর্ণিত হাদিসের কারণে এ দেশীয় মুর্তাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমাদের জন্য ফরজে আইন।

এছাড়া সকল জিহাদের ময়দান থেকেই ট্রেনিং নিয়ে আবার নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য মুজাদীনদেরকে অনুমতি দেয়া হয় না। কারণ জিহাদের নেতৃত্ব চাচ্ছেন, যাতে সকল দেশে জিহাদ ছড়িয়ে যায়।

এছাড়া এদেশের কতজন মুসলমানের জন্য সম্ভব হিজরত করে আফগানিস্তান কিংবা ইরাক চলে যাওয়া? যদি হাতে গুনা ১০০ / ১৫০ জন ভাই যেতেও পারেন, বাকী শত- শত ভাইদের কি হবে? তারা কি ঘরে বসে থাকবেন?

আবার জিহাদের ময়দানে একই সাথে অনেক মুজাহিদকে যেতে দেয়া হচ্ছে না। বরং মুজাহিদীনদের ইমারাতের পক্ষ থেকে দেশ ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ করে দেয়া আছে। এর বেশী মুজাহিদ একই সময় জিহাদের ময়দানে যেতে পারবেন না। তাহলে এমনিতেই সেখানকার জিহাদ আমাদের জন্য ফরজে কিফায়া হয়ে যায় এবং এখানে জিহাদ ফরজে আইন থেকেই যাচ্ছে।

উদাহরন স্বরুপ পাকিস্তান এর ওয়াজিরিস্থানে এখন মুজাহিদীনরা শক্তি সহ অবস্থান করছেন। কিন্তু পাকিস্থানের শহরের মুজাহিদ ভাইরা কি করছেন? তারা কি দল বেধে সবাই ওয়াজিরিস্থানে চলে গেছেন। না বরং তারা বিভিন্ন শহরে কিভাবে জিহাদকে ছড়য়ে দেয়া যায় সে প্রচেষ্টা করছেন। ঠিক তেমনি বিভিন্ন দেশে জিহাদকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদেরকে যার যার দেশে কাজ করতে হবে।

তার চেয়ে বড় কথা হলো এখন পর্যন্ত কেউই আফগানিস্থান কিংবা পাকিস্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেনি। বরং সেখানে গিয়ে কয়েক বছর জিহাদ করার পর নিজ দেশে ফেরত এসেছেন। আর এটাই হলো করণীয়। কেউ সেখানে গেলেও প্রশিক্ষণ নিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি আবার

দেশে ফেরত আসবেন যাতে এদেশে জিহাদকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়।

এছাড়াও অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে গেলে তারা যার যার আশেপাশের জিহাদের ময়দানে যেতে বলেন। যেমনঃ কেউ যদি এই দেশ থেকে জিহাদ করতে ইয়েমেনে যায়, তবে তাকে এশিয়াতে অর্থাৎ পাকিস্থান কিংবা আফগানিস্থানের ময়দানে যেতে বলা হয়। যাতে সেখান থেকে এই এলাকার উপযোগী জিহাদ শিখে তিনি আবার নিজ দেশে কাজ করতে পারেন।

তাই আমাদেরকে পলায়ণপরতা এবং দায়িত্বহীনতা ছেড়ে দিতে হবে বরং এই দেশের মজলুম মুসলমানদের জন্য নিজেকে দায়িত্বশীল হিসেবে দেখতে হবে। এই দায়িত্ব থেকে পালানোর কোন সুযোগ আমাদের নেই। এই দেশে যদি বাংলাদেশের মুজাহিদীনরা দ্বীন কায়েমের জন্য মুর্তাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তবে কি বাইরের কোন দেশ থেকে হিজরত করে মুজাহিদীনরা এসে এখানে জিহাদ করবে? আপনার এলাকায়, আপনার গ্রামের বাড়িতে, জেলায়, শহরে জিহাদ করার জন্য আপনার চেয়ে যোগ্য কে আছে? অপরিচিত কেউ এসে কি আপনার চেয়ে উত্তমভাবে এখানে জিহাদ করতে পারবে? কক্ষনো না।

অনেকে আবার বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে গিয়ে বিয়ে করে স্থায়ী ভাব বসবাস করার অলীক চিন্তা করেন। এটা শুধুই ফ্যান্টাসী। বাস্তবে এরকম হয় না। যাদের বাস্তব জ্ঞান নেই তারাই এ রকম অলীক চিন্তা করতে পারেন।

৮। আহাদ-ওয়াদা ভংগ করা।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল,নবী। (সূরা মারইয়াম ১৯:৫৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ

মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ন কর। (সূরা আল মায়িদাহ ৫:১)

Prophet Muhammad explained the seriousness of upholding the rights due to others when he said, “God says, ‘There are three people whom I shall be their opponent on the Day of Judgment: A man who was given something in My Name and then betrays; A man who sells-off a free man (as a

slave) and consumes the price; and A man who hires a labourer, makes use of his service then does not give him his wages.'" (*Saheeh Al-Bukhari*). God says in the Quran,

যারা গাদ্দারী করে তাদের পিছনে পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে, উমুকের পুত্র উমুকের গাদ্দারীর নিশানা স্বরুপঃ **Every traitor will have a flag on the Day of Judgement to identify them according to the amount of their treachery; there is no traitor of greater treachery than the leader of the people (Muslim/ Bukhari)**

মুনাফিকের চিহ্নঃ **Abdullah ibn 'Amr (RA) says that Rasulullah (SAW) said: "Four traits whoever possesses them is a hypocrite and whoever possesses some of them has an element of hypocrisy until he leaves it: the one who when he speaks he lies, when he promises he breaks his promise, when he disputes he transgresses and when he makes an agreement he violates it." (Muslim and Bukhari)**

কেউ যদি কাফিরদের সাথে ওয়াদা / আহাদ ভেংগে ফেলেঃ **The Messenger (Salallāhu Alayhi Wasalam) said: The contracts of the Muslims are a single contract,**

the lowest amongst them can give it and it will be binding upon all of them. Whosoever breaks it from the Muslims, the curse of Allāh (Subhānahu wa-Ta'āla) the angels and all the people is upon him, and he will have accepted from him neither any obligatory or optional deeds. [Bukhārī]

বর্তমান সময়ের উদাহরণঃ মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর (দাঃ বাঃ) , একিউ – ওয়াজিরিস্তান

কিভাবে ওয়াদা রক্ষা পুনরায় চালু করা যায়?

Waiting time vs last time

যদি ওয়াদা করা হয়- তবে বেশী সময় নেয়া।

যদি কোন কারণে ওয়াদা ভেংগে যায় – তাহলে মাফ চাওয়া / কাফফারা দেয়া।

৯। আমানত দারীতার অভাব

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে,তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (সূরা আন নিসা ৪:৫৮)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে।

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে।

أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

(সূরা মুমিনুন ২৩:৮-১১)

<u>তথ্য আমানত – আয়িশা (রাঃ) তলোয়ারে বিষ লাগানোর ঘটনা</u>

বায়তুল মাল কালেকশন

ইমারাহ হচ্ছে আমানত

Abdullah Ibn ' Amr related, "There was a man who looked after the family and the belongings of the Prophet was called "Karkarah." The man died and Allah's apostle said," He is in the Hell fire. The people then went to look at him and found in his place a cloak he has stolen from the war booty." Reported by A1-Bukhari

১০। মহিলারা মাকামচ্যূত এবং পুরুষরা পৌরুষত্ব হারা।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (সূরা আল আহযাব ৩৩: ৩৩)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ্ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবার উপর শ্রেষ্ঠ। (সূরা আন নিসা ৪:৩৪)

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (সূরা আহযাব ৩৩:৩২)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ

আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (সূরা আল বাকারা ২: ২২৮)

মহিলাদের ৪ টি কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়..

মহিলা স্বামীর মালের উপর রাখালঃ **Bukhari Volumn 003, Book 041, Hadith Number 592. Narated By Abdullah bin 'Umar : I heard Allah's Apostle saying, "Everyone of you is a guardian, and responsible for what is in his custody. ... a lady is a guardian of her husband's house and is responsible for it, … so all of you are guardians and responsible for your wards and things under your care."**

অধিক সন্তান প্রসব করা ও সন্তান লালন- পালনঃ **"Marry the loving and fertile, for I will compete with the other Prophets with the number of my followers on the Day of Qiyama". [Ahmad and at-Tabaarani with hasan isnaad. And declared saheeh from Anas by Ibn Hibbaan.**

ফাতিমা (রাঃ) – সাইয়েদাতু নিসায়ী আহলি জান্নাত- ঘাড়ে পানি টানার রশির দাগ পড়ে যায়।

পুরুষ – মসজিদ উত্তম আর মহিলা – ঘরের কোণে উত্তম।

)المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها (
قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم - 44 كتاب الحظر والإباحة. صحيح ابن حبان

2061عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا .أول مسند عبد الله بن مسعود ,المجلد الأول

“A woman’s prayer in her house is better than in her courtyard, and her prayer in her own room is better than her prayer in the rest of the house” (reported by Abu Dawud).

আসমা (রাঃ) – যুবাইর (রাঃ) এর স্ত্রী ঘোড়ার মল-মুত্র পরিস্কার।

খিদমাৎ, উম্মত এর সংখ্যা বৃদ্ধি, বাচ্চা লালন

আগে বাসার খিদমাত, ঘরের মূলকাজ তারপর সময়-সুযোগ থাকলে জিহাদের সাপোর্টিং কাজ

"A woman is closest to God's face, if she is found in the core of her house. And the prayer of the woman in the house is better than her prayer in the mosque." Ihy'a 'Uloum ed-Din by Ghazali, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Beirut, Vol II, Kitab Adab al-Nikah, p. 65. Reported by Tirmizi as a true and good Ahadith.

আফগান-পাকিস্তান ও অন্যান্য জিহাদের ময়দানে মহিলারা কি করছেন –

স্ত্রীদের দুনিয়ার সামগ্রীর ডিমান্ড বেশী

স্ত্রীরা হিজরতে রাজী হয় না

১১। স্বামী স্ত্রীর কাছে বন্দী এবং খাদেম

দ্বীন এর জন্য টাইম পাচ্ছে না

ব্যবসা/ অফিস, ফিরে এসে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরন এবং খিদমাত এই চেইনে বন্দী।

১২। Fully busy নাকি fully গাফিল

Sahih Bukhari Volume 8, Book 76, Number 421: Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet said, "There are two blessings which many people lose: (They are) Health and free time for doing good."

অধিকাংশ মানুষ ২ টি নিয়ামতের ব্যাপারে গাফিল, অবসর সময় এবং সুস্থতা।[হাদীস]

গান-বাজনা, পেট, ইন্টারনেট, সিনেমা, ঘুম, দিল এর খায়েশাত পূরণে ব্যস্ত।

the hadith of ibn Abbas radi Allahu anhu reported in the mustadrak of Al-Haakim, musnad Imam Ahmad, and others, with an authentic chain of narration. In this hadith the Prophet sal Allaahu alayhi wa sallam said to a man while he was advising him: "Take advantage of five matters before five other matters: your youth, before you become old; and your health, before you fall sick; and your richness, before you become poor; and your free time before you become busy; and your life, before your death."

উম্মতের বর্তমান অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন

কেউ কি বলতে পারবে সালাত ফরজ কিন্তু টাইম পাচ্ছি না...

অফিসে ব্যস্ত – এদিকে বাসায় ডাকাতি আর র‍্যাপ হচ্ছে কি করবে?

Precaution নাকি escape

১৩। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি কিংবা আংশিক বর্জন

إن العلماء ورثة الانبياء

'আ'লিমগণ নাবীদের উত্তরাধিকারী।' **(মুসনাদে আহমাদ – ২১৭৬৩, সুনান আবু দাউদ - ৩৬৪১, সুনান তিরমিযী – ২৬৮২, সুনান ইবনে মাজাহ – ২২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান – ৮৮, শুয়াবুল ঈমান – ১৬৯৬, আলবানীর মতে সহীহ, দেখুনঃ সহীহ ও জয়ীফ সুনান ইবনে মাজাহ - ২২৩)**

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের

জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

দ্বীনি শিক্ষা ওয়াজিব

ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থাতে রয়েছেঃ কিছু কুফরী, কিছু হারাম শিক্ষা,

সহশিক্ষা আলাদা একটা হারাম।

দেশে কোন মাদ্রাসা – ক্বাওমী, দারুল ইহসান, **IIUC**

বাহিরের মাদ্রাসা

বিদেশে পড়ালেখা – পাকিস্তান, ভারত (দেওবন্দ মাদ্রাসা)

১৪। ইংরেজী ভাষা শিক্ষায় অনেক আগ্রহ কিন্তু আরবী-উর্দু শিক্ষায় অনাগ্রহ।

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (সূরা ইউসুফ ১২: ২)

Abu Bakr (RA) said, "That I recite and forget (a portion of the Qur'an) is more beloved to me than to make a grammatical mistake!"

Imam ash-Shaafi'ee also said : "It is compulsory for every responsible Muslim to learn what they can of the Arabic language."

Ibn Taymiyyah (rh) even went so far as to say that, "The Arabic language is part of the Religion, and knowing it is an obligation."

আরবী উর্দু শিখলে দ্বীন শিখবে, আর ইংরেজী শিখলে কাফিরদের ধর্ম, স্কৃতি ইত্যাদির পথ খুলে যাবে।

কমন ভাষা এই সাব কন্টিনেন্টের জন্য ছিলো

মুগল শাসন আমলে এই কমন ভাষা প্রচলিত ছিলো।

আমভাবে আরবী, খাছভাবে উর্দু

১৫। কাফিরদের দেশে চলে যাওয়ার আগ্রহ আর মুসলিম দেশ / হজ্জ্ব-উমরাহের প্রতি অনাগ্রহ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (সূরা আন নিসা ৪: ৯৭)

'I am free from every Muslim who resides amongst the polytheists.' [Abu Dawud, Tirmidhi]

Lesser munkar এর এলাকায় হিজরত

শহর ছেড়ে গ্রাম মুখী হওয়া

১৬। মেহমানদারীর ঘাটতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল

"Exchange gifts among yourself and thus strengthen mutual love, with each other. " Hadith narrated by an-Nasai and Baihaqi

---

"Do not be envious of one another; do not inflate prices by overbidding against one another; do not hate one another; do not turn away from one another; do not enter into commercial transaction when others have entered into that (transaction); but be you, O slaves of Allah, as brothers. A Muslim is a brother of another Muslim; he neither oppresses him, nor does he lie to him, nor does he look down upon or humiliate him. Piety is here (and he pointed to his chest three times). It is evil enough for a Muslim to humiliate his brother. All things of a Muslim are sacred for his brother-in-faith: his blood, his property, and his honor." {Related by Imam Muslim.}

আত্মীয়দের দাওয়াত, মেহমান্দারী, হাদিয়া, সাদাকা, মুসীবাতে খোঁজ করা।

তা না হলে বিপদে পড়লে বাবা- মা, আত্মীয়- স্বজনদের কাছে পাওয়া যায় না।

১৭। সন্তান, পরিবার ও ব্যবসাকে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও জিহাদের চেয়ে বেশী ভালোবাসা।

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা আত তাওবা ৯:২৪)

১৮। মুসালসাল আযাব আসার একটা কারণ ইমারাহ এবং আ'মদের বড় বড় গুনাহ

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা আশ শুরা ৪২:৩০)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।(সূরা আর রুম ৩০:৪১)

কিছু আম গুনাহঃ সুদ, নিয়মিত নামাজ না পড়া, গণতন্ত্র, মাজার-কবর, ডিশ-ইন্টারনেটে অস্লীলতা, সিনেমা, মোবাইল, বিলবোর্ড, গান-বাজনা, বেপর্দা চলাফেরা, মিথ্যা, ওজনে কম, গালি-গালাজ, ভেজাল মিশানো, ধোঁকা দেয়া, জ্বিনা, শুধু বাহিরে পর্দা কিনু ঘরে আত্মীয় স্বজনদের মাঝে পর্দা না করা, হিন্দু রীতিনীতি ফলো করা, ঘরে ছবি রাখা, মূর্তি, সিগারেট খাওয়া, দাড়ি সেভ করা, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান, মেয়েরা ছেলেদের কাপড় পরিধান।

১৯। যথাযতভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন না হওয়া।

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে-ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত তাওবাহ ৯:৬০)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন- সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (সূরা আছ ছফ ৬১: ১১)

২০। ইদাদ লিল জিহাদ / শারীয়াহ। [দ্বীন ক্বায়েম এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি।

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (সূরা আল আনফাল ৮: ৬০)

ফাতাওয়া- যখন কোন একটি জিনিস একটি ওয়াজিব হয়, যা ছাড়া ঐ জিনিসটি পূরন করা যায় না তাও ওয়াজিব। ..

Ilm'ul Usul affirms that when a thing is obligatory its pre-requisites also become obligatory.

২১। মাজহাব ও ফিকহী মাসয়ালা নিয়ে বাড়াবাড়ি ও মাজহাব ও তাক্বলীদক পুরোপুরি অস্বীকার।

{ لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا – ويشير إلى صدره ثلاث مرات– بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه }

رواه مسلم.

'একে অপরকে হিংসা করো না, একে অন্যের উপরে দামা-দামী করো না, একে অন্যকে ঘৃণা করো না, একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা, একে অন্যকে হেয় করোনা, বরং হে আল্লাহর বান্দাহগণ তোমরা (পরস্পর) ভাই হয়ে যাও।' (সহীহ মুসলিম-------)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : 'এ বিষয়ে আমাদের নীতি, আর এটাই বিশুদ্ধতম নীতি, এই যে, ইবাদাতের পদ্ধতির বিষয়ে (যেসব ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে তাতে) যে পদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আছার (হাদিস কিংবা সাহাবীদের আমল) রয়েছে তা মাকরূহ হবে না; বরং তা হবে শরীয়াতসম্মত। সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি, আযানের দুই নিয়ম : তারজীযুক্ত বা তারজীবিহীন, ইকামতের দুই নিয়ম : বাক্যগুলো দুইবার করে বলা কিংবা একবার করে, তাশাহহুদ, ছানা, আউযু-এর বিভিন্ন পাঠ, কুরআনের বিভিন কিরাআত, এই সবগুলো এই নীতিরই অন্তর্ভূক্ত। এভাবে ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর-সংখ্যা (ছয় তাকবীর বা বারো তাকবীর), জানাযার নামাযের বিভিন্ন নিয়ম, সাহু সিজদার বিভিন্ন

নিয়ম, কুনুত পাঠ, রুকুর পরে বা পূর্বে, রাব্বানালাকাল হামদ ‘ওয়া’সহ অথবা ‘ওয়া’ ছাড়া, এই সবগুলোই শরীয়াতসম্মত। কোনো পদ্ধতি কখনো উত্তম হতে পারে কিন্তু অন্যটি কখনো মাকরূহ নয়। (মাজমূউল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২৪/২৪২-২৪৩ আরো দেখুন : আল-ফাতাওয়া আল কুবরা ১/১৪০)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) (৭৫০ হি.) ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে ফজরের সালাতে কুনুত পড়া প্রসঙ্গে বলেছেন : অর্থাৎ “এটা ওইসব মতভেদের অন্তর্ভূক্ত যাতে কোনো পক্ষই নিন্দা ও ভর্ৎসনার পাত্র নন। এটা ঠিক তেমনই যেমন সালাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তদ্রূপ আত্তাহিয়্যাতুর বিভিন্ন পাঠ, আযান-ইকামাতের বিভিন্ন ধরন, হজ্বের বিভিন্ন প্রকার - ইফরাদ, কিরান, তামাত্তু বিষয়ে মতভেদের মতোই”।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (র.) বলেছেন : ‘সাহাবী, তাবেয়ীন এবং তাবে-তাবেয়ীনগণের (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত করুন) মধ্যে কেউ কেউ (সালাতে ক্বিরাতের শুরুতে) বিসমিল্লাহ পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না; কেউ কেউ উচ্চস্বরে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না (নিম্নস্বরে পড়তেন); কেউ কেউ ফজরের সালাতে দোয়া কুনুত পড়তেন, অন্যরা পড়তেন না, কেউ কেউ রক্ত বের হওয়া, নাকে রক্ত আসা কিংবা বমির কারণে অযু ভঙ্গ হয় মনে করতেন, অন্যরা তা মনে করতেন না। তারপরও তাঁরা একে-অন্যের পেছনে সালাত আদায় করতেন। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা (র.), তাঁর দুই ছাত্রদ্বয়, ইমাম শাফিই (র.) এবং অন্যান্যরা মদিনার ইমামদের পেছনে সালাত আদায় করতেন যদিও তাঁরা উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে (ক্বিরাতের মধ্যে) বিসমিল্লাহ পড়তেন না। খলিফা মামুনুর রশীদ রক্ত বের হওয়ার পরও ইমামতি

করেছেন আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন এবং সালাতের পুনরাবৃত্তি করেন নি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (র.) মনে করতেন, রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি কি ইমাম মালিক (র.) অথবা সাইয়্যিদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) এর পেছনে সালাত আদায় করবো না? (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫–৪৫৬)

সুতরাং ফিকহের বিভিন্ন ইজতিহাদী মাসয়ালায় পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণ (সলফে সালেহীন) তথা চার ইমামের নীতি অনুসরণ করুন এবং এসব ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ, হানাহানি, ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন। এসব বিদ্বেষ পুরো মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة كما لا يجب على العالم ان يتقيد بحديث اهل بلده أوغيره من البلاد بل إذا صح الحديث وجب عليه العلم به حجازيا كان أوعراقيا أوشاميا أومصريا أويمنيا [إعلام الموقعين – ابن قيم الجوزية]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন : 'এ সকল কারণে একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য "চার ইমামের (র.) অনুসারী যে কোন আলিম" অথবা "অন্য কোন আলিম" এর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার সুযোগ রয়েছে। যেভাবে, একজন আলিম যে কোন একটি শহরে প্রাপ্ত হাদিস গ্রহণে বাধ্য নন বরং যদি হাদিস সহীহ হয় তবে তার

উপর আমাল করা আবশ্যক হয় (তা যে শহরে প্রাপ্ত হোক না কেন), ঠিক তেমনি সাধারণ মুসলিম কিংবা মুফতি এর জন্য চার ইমামের (র.) যে কোন একজনের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা জর রী নয়। এ ব্যাপারে উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।' (দেখুন ইলা'ম আল মুওয়াক্কিয়িন, ৪/২৬৩)

Taqleed - Its Definition

Linguistically, Taqleedmeans: Placing something around the neck, which encircles the neck. Technically it means: Following he whose sayings is not a hujjah(proof). Excluded from our saying, “Following he whose saying is not a proof.” is: following the Prophet sallallâhu ’alayhi wa sallam, following the ijmâ’and also following the saying of the Sahâbî- for those who consider the saying of a single Sahâbîto be a proof. So following any of these is not called Taqleed, since there is a proof for doing so. However this type of following is sometimes referred to as Taqleed in a very metaphorical and loose sense.

The Place Of Taqleed: Taqleedis done in two cases: Firstly: when the muqallidis an ’âmî(a common person) who does not have the ability to

acquire knowledge of the Sharî'ahruling by himself. So Taqleedis obligatory upon him, due to the saying of Allaah - The Most High, "Ask the people of knowledge if you do not know." So he does Taqleed of one whom he considers to be a person of knowledge and piety. If there are two such people who are equal in his view, then he chooses any one of them.

Secondly: The mujtahidwhen he encounters a new situation, for which an immediate solution is required, but it is not possible for him to research into this matter. So in this case he is permitted to perform Taqleed. [Shaykh Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaymeen (Rahimahu 'Llah) Source: Al-Usûl min 'Ilmil-Usûl (pp.97- 104)]

তাক্বলীদকে আমভাবে অস্বীকার করে সবাই নিজে নিজে ফতোয়া বের করার প্রবণতা

তাক্বলীদ মুতলাক্বঃ The general type: that a person sticks to a particular madhhab(school of thought), accepting its concessions and non-concessions, in all matters of the Deen. The scholars have differed about such a state. So some amongst the

latecomers have reported that this is obligatory upon him, dueto his inability to perform ijtihâd. Others report it as being forbidden for him, dueto its being a case of necessitating unrestricted following of other than the Prophet sallallâhu ’alayhi wa sallam.

তাক্বলীদ মুয়াইইন: The particular type of Taqleedis that he accepts a saying about a particular matter. This is permissible if such a person is unable to arrive at knowledge of the truth by ijtihâd- whether he is unable to in reality, or he is able, but with great difficulty.

১৪০ কোটি এর মধ্যে আলিম কতজন?

২২। জামাতে সালাত পরিত্যাগ।

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (সূরা আল বাকারা ২:৪৩)

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ

تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আন নিসা ৪:১০২)

The following points are made on the basis of this verse:

Allaah commands them to pray in congregation, then He repeats this command a second time with regard to the second party or group, as He says, "and let the other party come up which have not yet prayed, and let them pray with you". This indicates that prayer in congregation is an obligation for all individuals, because Allaah did not absolve the second group of this obligation as a result of the first group praying in congregation. If prayer in congregation was Sunnah, it would be more appropriate for people to be excused from it at times of fear [the situation referred to in this verse], and if it were fard kifaayah (a communal obligation), it would be discharged by the actions of the first group. So this verse shows that it is an individual obligation, and demonstrates that in three ways: it is enjoined at the beginning, then it is enjoined a second time, and there is no concession allowing them not to do it at times of fear.

From the words of Ibn al-Qayyim in Kitaab al-Salaah.

In al-Saheehayn (the following version was narrated by al-Bukhaari) it is narrated from Abu Hurayrah that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "By the One in Whose hand is my soul, I had thought of ordering that wood be gathered, then I would command the call to prayer to be given, and I would appoint a man to lead the people in prayer, then I would go to men [who do not attend the congregational prayer] and burn their houses down around them. By the One in Whose hand is my soul, if anyone of you had known that he would receive a bone covered with meat or two (small) pieces of meat in a sheep's foot, he would come for 'Isha' prayer." Al-Bukhaari, 7224; Muslim, 651.

It is obligatory for the Muslim to pray in the mosque in congregation, as it says in the hadeeth of Ibn Umm Maktoom – who was a blind man. He

said, "O Messenger of Allaah, I do not have a guide to lead me to the mosque," and he asked the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) to grant him a concession allowing him to pray in his house, and he allowed him that, but when he turned away he called him back and asked, "Can you hear the call to prayer?" He said, "Yes." He said, "Then answer it." Narrated by Muslim in his Saheeh, 635.

And it was narrated that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever hears the call to prayer and does not come, there is no prayer for him [i.e., his prayer is not valid], unless he has an excuse." Narrated by Ibn Maajah, al-Daaraqutni, Ibn Hibbaan and al-Haakim with a saheeh isnaad. It was said to Ibn 'Abbaas, what is an excuse? He said, Fear or sickness.

In Saheeh Muslim (654) it is narrated that Ibn Mas'ood said: "At the time of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) we used to think that no one failed to attend

the prayer in congregation but a hypocrite or one who was sick.”

Abdullah Bin Mas'ood said: who ever would be pleased to meet Allah as a Muslim, then let him take care of those salat which are called to because they are of the ways of huda (guidance), and Allah has given to your Prophet the ways of huda. And if you were to establish salat in your homes, like that person staying behind in his home, you would be abandoning the sunnah of your Prophet, and if you were to abandon the sunnah of your prophet you would surely go astray. And there is not a man amongst you that purifies himself (yatatahhar), and does so properly, then directs himself to one of these mosques except that Allah will write for him with each step he takes a hasanah (merit), and raises him a grade, and drops from him a sayyi'ah (demerit). And I have seen us, where not one of us would stay behind from prayer in congregation except for a hypocrite whose hypocrisy is known. And one that could not come on his own would be carried between two men until he is stood in the row.

In another narration he said, "the Messenger of Allah taught us the ways of huda, and amongst the ways of huda is salat in the Mosque in which Athan is called". Narrated by Muslim.

Ibn Mas'ood said, "and I have seen us, where not one of us would stay behind except for a hypocrite whose hypocrisy was known." (5th evidence) Ibn Mas'ood, Abu Musa Al-Ash'ary, Ali, Abu Huraira, Ayesha, and Ibn Abbas have stated, "Whoever hears the call to salat and does not answer, there is no salat for him unless he has a valid excuse." (3rd evidence)

Ibn Al-Qayyim said after he presented the statements of the companions: "These are statements of the companions as you find them, authentic and well known, and there is not one known statement from any of the companions which contradicts this. Each of these pieces of evidence is enough all by itself, so how about when they all enforce one another. Verily in Allah is our success."

২৩। যুহুদ পরিত্যাগ ও বিলাসিতা নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া।

যুহুদের সংজ্ঞাঃ “Zuhud” is an Arabic word and a vital concept in Islam. The English meaning is asceticism which means renouncing worldly pleasures in order to gain nearness to Allah.

How the Salaf described Zuhud ঃ Ali ibn Abi Talib (ra) said “Asceticism is not that you should not own anything, but that nothing should own you.”

Ibn Taymiyyah said Zuhud is to leave alone things which not benefit you in the next life. He also said ’Az-Zuhd entails abandoning what does not bring about benefit in the Hereafter. Al-Wara’ (abandoning a part of the permissible for fear of falling into the impermissible) entails abandoning what you fear its consequences in the Hereafter.’”

Then, ibn Al-Qayyim commented,”This statement is one of the best and most comprehensive definitions of Az-Zuhd and Al-Wara’.” In addition, Sufyan Ath-Thawry said,”Az-Zuhd in

this Dunya entails having a short hope (or avoiding having hopes that one will live long), not by wearing the thick clothes or wearing the garment (as some people who observe fake Zuhd think is a part of Az-Zuhd).”

Ibn Taymiyyah also said Ikhlaas cannot be achieved except after having Zuhud, and there is no Zuhud except after having Taqwa, and Taqwa is following the commands of Allaah and His Messenger) and keeping away from prohibitions. (Ibn Taymeeyah – ‘al-Fatawa’ 1/94)

বিলাসিতা জিহাদের সবচেয়ে বড় শত্রু

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও,

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (সূরা আল আলা ৮৭:১৬-১৭)

اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ

আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিব জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। (সূরা আর রাদ ১৩:২৬)

Abu' l-Abbas as-Sa'idi said : “A man came to the Prophet (saws) and said, 'Oh Messenger of Allah! Guide me to such an action, that when I do it, Allah will love me and the people will love me. He said, be detached from this world and then Allah will love you and do not be attracted to what people have and then the people will love you''. related by Hasan, ibn Majah kitab az-Zuhud 2/1373

"Had the world been worth even the wing of a gnat to Allah, He would not have even given a drink of water from it to a kaffir (non-believer)." Related by Sahih gharib, at-Tirmidhi, Kitab az-Zuhud, 6/611.

Abandon Luxuryঃ And from the things that assist one in making Jihad and serving its people is to abandon luxury and comfort, and the chasing after the pleasures of this World, as 'Abdullah '

Azzam said: "Luxury is the enemy of Jihad." And luxury has its effects that are noticed sooner or later, such as hardness of the heart, arrogance, running after the Worldly matters and loving them, and hating death. This all leads to sitting back from Jihad; rather, it leads to abandoning the truth; rather, it leads to leading others to abandon it as well! And luxury and relaxation in this World is not mentioned in the Qur'dn except in a negative manner: "And We did not send a warner to a township except those who were given worldly wealth and luxuries among them said: "We believe not in the Message with which you have been sent. " Saba'; 34

"And similarly, We sent not a warner before you to any town but the luxurious ones among them said: "We found our fathers following a certain way and religion, and we will indeed follow their footsteps. " Az-Zukhruf; 23

২৪। আমাদের তাড়াহুড়া প্রবণতা।

তাড়াহুড়া শয়তান থেকে

اَلأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَ الْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

This is the objective of Satan, hastiness, as in the Hadith found in the book of Imam Abu Yaala and Baiyhaqi. The Prophet (Salla Allahu Alaihi Wa Sallam) said as reported by Anas Ibn Malik "Patience is from Allah and hastiness is from Satan".

হিজরত – আগামী এক মাসের ভিতর আফগানিস্তান কিংবা ইরাক চলে যেতে হবে, এর চেয়ে দেরী করা যাবে না - এই ধরনের মানষিকতা রাখা। যার ফলে কোথায় যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি – এসব বিষয় নিশ্চিত না হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে যে কোন দেশে জেলে বন্দী হয়ে যেতে হয়।

জিহাদে ৩ মাসের বেশী দেরী না করা – কিছূ অস্ত্র-গোলাবারুদ জোগাড় করে ৩ মাসের ভিতর যতটুকু সম্ভব অপারেশন করতে হবে – এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা রাখা। এর গলে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া জিহাদ শুরু করা হয় কিন্তু এর পরিণাম সুন্দর হয় না। মুরতাদ সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব হয় না।

২৫। সবরের অভাব

"..Be mindful of Allah, you will find Him before you. Get to know Allah in prosperity and He will know you in adversity. Know that what has passed you by was not going to befall you; and that what has befallen you was not going to pass you by. And know that victory comes with patience, relief with affliction, and ease with hardship." An Nawawi's 40 Hadith, Number 18

বিজয় আসে সবরের সাথে (আন নসর মাআ সবর)

সবরের সাথে সব কাজ করার চেষ্টা করতে হবে।

যতটুকু সময় ধরে প্রস্তুতি নেয়া দরকার – ঠিক তত টুকু সময় এ জন্য দেয়া উচিত, এর চেয়ে কম সময় দেয়া হলে প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আবার জিহাদ শুরু হলে যত বিপদ আসুক না কেন সবরের সাথে কাজ জারি রাখা উচিত। একবার জিহাদ শুরু হলে যাতে আবার সেটা বন্ধ না হয়ে যায়। যে কোন মূল্যে সবরের সাথে জিহাদকে জারি রাখার চেষ্টা করা উচিত।

আবার একটি অপারেশনে যাওয়ার আগে হয়তো একজন মুজাহিদকে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করতে সময় ও সুযোগের জন্য - এক্ষেত্রেও রয়েছে সবর।

আবার কখনো সরঞ্জামের অভাব। লোকবলের অভাব এর মধ্যেও অপারেশন পরিচালনা করতে হবে – এটাও সবর।

২৬। আমাদের কুরবানীর অভাব।

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব- প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (সূরা আন' আম ৬: ১৬২)

আমরা আমাদের জাতির পিতার কাছ থেকে কুরবানীর শিক্ষা নিতে পারি। আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সন্তানকে কুরবানী করার জন্য রাজী হয়ে গেলেন এবং তা বাস্তবায়ন করতে থাকলেন। এভাবে আমাদেরকে আল্লাহর জন্য নিজের জান, নিজের মাল, নিজের ইচ্ছা- আকাংখা- আরাম- আয়েশ আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বর্তমানে যারা যে সব জায়গায় মুসলমানরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবানী করছে তাদের মাঝে দ্বীন আসতেছে। তারা ইজ্জত ও সম্মানের জীবন যাপন করতে পারতেছেন। সে সব জিহাদের ময়দানে মুসলমানরা জীবন কুরবানী দিচ্ছে, সুযোগ-সুবিধা কুরবানী করছে , ড্রোন হামলার মুখে নিজের পরিবার-পরিজনদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও আনসার হিসেবে মুজাহিদীনদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, কিংবা নিজের আরাম- আয়েশ বিঘ্নিত করে মুজাহিদীনদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

সে সব জিহাদের ময়দানে খানদান এর পর খানদান শাহীদ, আহত, বন্দী হয়ে যাচ্ছে তবুও তারা কুরবানী করে চলেছে আল্লাহর দ্বীনের জন্য। তবুও তাদের ক্লান্তি নেই।

We complained to the Messenger of Allah (about our state) while he was leaning against his sheet cloak in the shade of the Ka'ba. We said, "Will you ask Allah to help us? Will you invoke Allah for us?" He said, "Among those who were before you a (believer) used to be seized and, a pit used to be dug for him and then he used to be placed in it. Then a saw used to be brought and put on his head which would be split into two halves. His flesh might be combed with iron combs and

removed from his bones, yet, all that did not cause him to revert from his religion. By Allah! This religion (Islam) will be completed (and triumph) till a rider (traveler) goes from San'a' (the capital of Yemen) to Hadramout fearing nobody except Allah and the wolf lest it should trouble his sheep, but you are impatient." (Bukhari)

দ্বীন কায়েমের জন্য এ রকম কুরবাণী প্রয়োজন।

২৭। জীবন দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত না থাকা।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ্‌ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (সূরা আল বাকারা ২: ২০৭)

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন- দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা আত তাওবা ৯: ১১১)

রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করি তারপর নিহত হই, আবার যুদ্ধ করি তারপর নিহত হই, আবার যুদ্ধ করি এবং নিহত হই।

জিহাদের ময়দানগুলোতে যারা আছেন, তাদের কাছে আল্লাহর জন্য জীবন দেয়া কোন বিষয়ই নয়। যেন এটাই স্বাভাবিক। বরং এক ভাই এর জীবন দেয়ার পর আরেক ভাই তৈরী হয়ে যায় জীবন দেয়ার জন্য, চাচার পর ভাতিজা তৈরী হয়ে যায়, বাবার পর ছেলে তৈরী হয়ে যায়, এক সন্তান শহীদ হবার পর মা আরেক সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করে দেয়।

অথচ আমাদের মধ্যে ছোট্ট কোন বিপদ ঘটলে জিহাদের রাস্তা থেকে পিছিয়ে পড়ার মানষিকতা দেখা যায়।

২৮। বিপদ-মুসীবাত আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:১১)

On the authority of Abdullah bin Abbas, who said : One day I was behind the prophet and he said to me: "Young man, I shall teach you some words [of advice] : Be mindful of Allah, and Allah will protect you. Be mindful of Allah, and you will find Him in front of you. If you ask, ask of Allah; if you seek help, seek help of Allah. Know that if the Nation were to gather together to benefit you with anything, it would benefit you only with something that Allah had already prescribed for you, and that if they gather together to harm you with anything, they would harm you only with something Allah had already prescribed for you. The pens have been lifted and the pages have

dried." narrated by Termithi, who said it is true and fine hadith

২৯। সর্বদা আল্লাহর নাম ও গুনাবলী (আল আসমা ওয়াস সিফাত) মুখে না থাকা।

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (সূরা আল আরাফ ৭: ১৮০)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (সূরা আল হাশর ৫৯: ১৯)

نَيعْسِتَو ًةَعْسِتِ ِللهِ َّنِإ َةَّنَجْلا َلَخَد اَهاَصْحَأ ْنَم ،اًدِحاَو اَلِإ ًةَئاِم ،اًمْسا »

«

রাসুল (সালস্নালস্নাহু 'আলাইহি ওয়া সালস্নাম) বলেছেন, "আলস্নাহর 99 টি নাম আছে; এক কম একশ, এবং যে এগুলোকে মুখস্থ করবে

(এগুলোর প্রতি ঈমান আনবে, অর্থের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং সেই অনুযয়িী কাজ করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী হা/2736 এবং মুসলিম হা/2677)

একজন সাহাবী যাকে রাসুল (সালস্নালস্নাহু 'আলাইহি ওয়া সালস্নাম) একটি সেনাবাহীনির অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলেন, যিনি সলাতে অন্য কির'আতের সাথে সূরা ইখলাস পড়ছিলেন, এব্যাপারে রাসুল (সালস্নালস্নাহু 'আলাইহি ওয়া সালস্নাম) কে জানানো হলে, তিনি তাকে এরূপ করার কারন জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন, 'এ সূরাতে আলস্নাহর প্রশংসা ও গুনাবলী বর্ননা করা হয়েছে, তাই আমি এ সূরা তিলাওয়াত করতে ভালবাসি।' রাসুল (সালস্নালস্নাহু 'আলাইহি ওয়া সালস্নাম) বলেছিলেন, 'তাকে অবহিত কর, নিঃসন্দেহে আলস্নাহও তাঁকে ভালবাসেন।' (হাদিসটি বুখারীতে ও মুসলিমে বর্নিত হয়েছে)

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, "এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই সবচেয়ে মহান, উন্নত, মর্যাদাময় জ্ঞান হচ্ছে আলস্নাহর ব্যাপারে জানা, তাঁর নাম, গুনাবালী এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানা। এটিই হচ্ছে সমস্ত্ম জ্ঞানের মূল এবং উৎস। সুতরাং যে আলস্নাহকে জানবে সে বাকি সমস্ত্ম কিছু সম্পর্কে জানতে পারবে, যে আলস্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে সে সমস্ত্ম কিছুর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকবে। (মিফতাহ দার আস্ শাহাদাহ 1/86)

আল্লাহর নিযাম. . আল্লাহ মালিম, আল্লাহ খাওয়াবেন... আল্লাহ হিফাযত করবেন এর মাধ্যমে তাওহীদ মুখে মুখে চলে আসে, আল্লাহর বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়. . সরকার বা ত্বাওয়াগিতের বড়ত্ব ভেংগে যায়। আল্লাহর দিকে রুজু হয়. .

৩০। আমাদের সাহসের অভাব।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً

আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না- সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৪৫)

Al-Bayhaqi in Shu`ab al-Iman (7:426 §10839) and al-Daylami in the Firdaws (2:199 §2989) narrated from `Abd Allah ibn `Amr that the Prophet, upon him blessings and peace, said: "There are two traits Allah Most High loves: largess and bravery. There are two traits Allah Most High hates: miserliness and indecency."

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সাহসী ছিলেন

before he died he said, "I have many scars from fighting in many battles trying to seek shahadah, And here I am, dying in my bed, like cattle die. May the eyes of cowards never sleep."

I am not complaining, its just the message it gives to the cowards which is "Bravery does not decrease your life and Cowardice does not increase it."

একবার মদীনায় শব্দ হলে সবাই আতংকগ্রস্ত হয় তিনি সবার আগে দেখে আসেন

তিনি যুবন বা কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাইতেনঃ

I would often hear him say, 'O Allah, I seek refuge with you from care and sorrow, incapacity and laziness, miserliness and cowardice, the burden of debt and being overcome by men.'

…যুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে ছিলেন যখন অন্যরা পালাচ্ছিল. . আমি সত্য নাবী. . আমি বানী হাশিম. .

৩১। আমালের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় (খওফ) করা।

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (সূরা আলে ইমরান ৩: ১৭৫)

فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيل

অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না (সূরা আল মায়েদা ৫: ৪৪)

ভয়ের বেড়াজালে কুফফাররা অনেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে

ভয় পেয়ে প্যারালাইজড হয়ে থাকে কাজে যোগ দেয় না

৩২। তাক্বওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।(সূরা আলে ইমরান ৩: ১০২)

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। (সূরা আত্ব তালাক্ব ৬৫: ২- ৩)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামত সমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে

পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে। (সূরা আল আরাফ ৭: ৯৬)

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ

নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। হে বুদ্ধিমানগন! আমাকে ভয় করতে থাক। (সূরা আল বাকারা ২: ১৯৭)

উমার বিন আব্দুল আজিজ (রঃ) বলেছেনঃ তাকওয়া হচ্ছে তোমার মনের সকল চিন্তা একটি প্লেটে নিয়ে তুমি সেই প্লেট সহ বাজারে ঘুরে আসবে, এর জন্য তুমি কারো কাছে লজ্জিত হবে না।

Hadith: 'Fear God wherever you are and follow up a bad deed with a good one and it shall erase it; and behave toward people in a gracious manner'.

Hadith: 'Fear God, even with half a date, if you possess not even that, then with a gracious word'

৩৩। সবার কাছে অপরিচিত থাকতে না চাওয়া বরং নিজের সকল কাজ প্রচার করে বেড়ানো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন- সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। (সূরা আল বাকারা ২: ২৬৪)

Salamah Bin Dinar said, "Hide your good deeds (from the people) just like you hide your evil deeds". (Abu Nu'aym, Bayhaqi) And in a narration in Al-Bayhaqi, "Hide your good deed like you hide your evil deed, and do not be delighted at your own action, for you do not know whether you are happy or wretched (in the Hereafter)."

Abu Zur'ah Bin Abi Amr said, "Ad-Dahhak Bin Qays came out and made the prayer for rain with the people, but they were not granted rain, and

nor did they see any clouds come. Ad-Dahhak said, “Where is Yazeed Bin Al-Aswad?” (And in a narration, “But nobody answered him!”. He then said again, “Where is Yazeed Bin Al-Aswad Al-Jurashee?” And I was insistent on calling him that if he was to hear my words he would get up.)

“Here I am,” he said. So (Ad-Dahhak) said, “Stand and intercede with Allah on our behalf, that he should grant us rain.” So Yazeed stood up, made his face pointed in the direction of his feet, and made his head sink into his shoulders (out of humility). He then said, “O Allah, these servants of yours sought intercession through me from You.

So he had not called upon Allah three times except that the people were granted rain in such abundance that they almost drowned on account of it.

Then Yazeed said, “O Allah, this one made a show of me (i.e. Ad-Dahhak, by asking him and calling him out), so grant me freedom from this (fame).”

Yazeed did not live except for the next Jumuah.

৩৪। দুনিয়া, স্ত্রী, সন্তান পছন্দ করা আর কিতাল, মৃত্যুকে ঘৃণা করা।

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন- সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা আত তাওবা ৯: ২৪)

Thawban narrated, that the Prophet (Sallahu Alayhi Salaam) said: Nations will soon summon (invite) one another to attack you, as people do when eating invite others to share their dish. Someone asked: Is that because we will be small in

number at that time? He replied: No, you will be numerous at that time: but you will be scum of the sea, and Allah will take fear of you (Muslims) from the hearts of your enemy and cast Wahn (A weakness) into your hearts. Someone asked: What is wahn (Weakness), Messenger of Allah (Sallahu Alayhi Salaam) He replied: Love of Dunya (the world) and hatred of death. (ie the next life meeting Allah) (Sahih- Abu Dawoud Book 37, Number 4284)

হুববুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল ক্বিতাল

৩৫। বেশী বেশী আল্লাহর জিকির না করা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (সূরা আল আহযাব ৩৩: ৪১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে

স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। (সূরা আল আনফাল ৮: ৪৫)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা আল জুমুয়া ৬২: ১০)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালণকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, , যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও

যিকরকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার। (সূরা আল আহ্যাব ৩৩: ৩৫)

অধিক যিকর কারী মুজাহিদ উত্তম

৩৬। আরবীতে আল কোরয়ান তেলাওয়াতে অনীহা, শুধু বাংলায় পড়তে চাওয়া।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল বাকারা ২: ১২১)

أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ (ফেরেস্তা কর্তৃক) শুনা হয়। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭: ৭৮)

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে- বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। (সূরা মুযযাম্মিল ৭৩: ২০)

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। (সূরা মুযযাম্মিল ৭৩: ৪)

একদল লোক শুধু আরবীতে তিলাওয়াত করাকে অনুৎসাহ দিতে দিতে সর্বশেষে আর তিলাওয়াত ই হয় না।

কোরআন হচ্ছে অন্তর রোগের শিফা, রাহমাত

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের

রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য (সূরা ইউনুস ১০: ৫৭)

The Prophet ('alaihi salato was-salam) said "These hearts become rusty just as iron does when water affects it." On being asked what could clear them, he replied "A great amount of remembrance of death and recitation of the Qur'an." [Tirmidhi].

আরবী পড়তে পড়তে সাথে অর্থ দেখলে ধীরে ধীরে অর্থ বুঝা যাবে। আর অর্থ বুঝি না বলে আরবী তিলাওয়াত ছেড়ে দিলে পড়ে আর তিলাওয়াতই হয় না।

৩৭। ইবাদাত বন্দেগীতে ইহসানের অভাব।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

আল্লাহ ইহসানকারী দেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল মায়েদা ৫: ৯৩)

এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ

It is established in the hadîth that Gabriel asked the Prophet (peace be upon him): “Tell me about

excellence in faith (ihsân)." He replied: "It is to worship Allah as though you see Him, and though you do not see Him, you know that He sees you." [Sahîh al Bukhârî and Sahîh Muslim]ঈমানের পূর্নতার স্তর ইহসান

জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই অনুভুতি মনে হাজির রাখা যে আল্লাহকে দেখছি বা আল্লাহ আমাকে দেখছেন. .

৩৮। ভালো আমাল আল্লাহর নিয়ামতে হয়।

হাদীসের দোয়াটি..হিসুনল মুসলিম

আল্লাহর নিয়ামতে দ্বীন ক্বায়েমের ভাল কাজ গুলোর পর কিবর বা অহংকার না করা, আল্লাহর শোকরিয়া করা, নিজের বড়ত্ব জাহির না করা

৩৯। বিজয় শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, (সূরা আলে ইমরান ৩: ১২৬)

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (সূরা আল হাজ্জ ২২: ৪০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ৭)

৪০। সকল কাজের প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছ থেকে চাইতে হবে।

قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي

বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলারই এবাদত করি। (সূরা আয যুমার ৩৯:১৪)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম

করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫)

Ikhlas is “when the servant’s internal and external actions are the same. And Riya is when the external actions are better than the internal actions (of the heart). Truthfulness in one’s sincerity is when the internal is better (developed) than the external.” (Madarij-us-Salikeen, 2/91)

কোন আমির. . বা কাউকে দেখানোর জন্য নয়

কেউ অবহেলা বা গুরুত্ব না দিলেও আল্লাহ সব জানেন তিনি প্রতিদান দিবেন, ইস্তেক্বামাতের সাথে কাজে লেগে থাকা।

৪২। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর শোকর।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা আল বাকারা ২: ১৫২)

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

অতএব, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। (সূরা আন নাহল ১৬: ১১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার পিতা- মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা- মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান ৩১: ১৪)

Aishah (May Allah be pleased with her) said: The Prophet (sallallahu alayhi wassallam) would stand (in prayer) so long that the skin of his feet would crack. I asked him, "Why do you do this while your past and future sins have been forgiven?'' He said, "Should I not be a grateful slave of Allah?'' [Al-Bukhari and Muslim]

শোকর করলে আল্লাহ্ বাড়িয়ে দিবেন. .

সকল অবস্থায় সাবর এবং শোকরের সাথে লেগে থাকা

নাবী আইয়্যুব আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাবর এবং শোকর

দাউদ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শোকরকারী

৪৩। সবাই নিজে নিজে শাইখ আবু মুসাব আস সুরি এর individual সেল অপারেশন এর ড্রকট্রিন অনুসরণ করতে যাওয়া।

প্রথমতঃ শাইখ আবু মুসাব নিজেই এই বই এ বলেছেন, এটা আল কোরআন কিংবা সুন্নাহ থেকে বের করা কোন শিক্ষা নয় বরং এটা তার অভিজ্ঞতা লব্ধ কিছু জ্ঞানের ফসল। তাই এটাকে এমন স্ট্যাটাস সেয়া যাবে না, যা আমরা আল-কোরআন কিংবা সুন্নাহকে দিয়ে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের কৌশল কমান্ডার থেকে কমান্ডারে পার্থক্য হয়। এক কমান্ডার একভাবে জিহাদ করতে চাবেন, আরেক কমান্ডার অন্যভাবে শত্রুকে ঘায়েল করতে চাইবেন।

Loan wolf বা বিভিন্ন সেল গঠন করে অপারেশন হচ্ছে মূলত পাশ্চাত্যে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য।

এই বইটি লিখার পর অনেক বছ্র অতিবাহিত হয়েছে। জিহাদের strategy তে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মালি, ইয়েমেন, সোমালিয়া প্রভৃতি দশে নতুন জিহাদের ময়দান খোলা হয়েছে। যদি সকল জায়গায় এই strategy অনুসরণ হতো, তাহলে জিহাদের নতুন ময়দান কিভাবে খোলা হলো?

এছাড়া এই বই এ উল্লেখিত strategy বাস্তবে কিভাবে অনুসরণ হবে, সেটা তো জিহাদের বর্তমান আমীর / উমারা ভালো জানেন। জিহাদের বর্তমান উমারা বিভিন্ন দেশে জিহাদ ছটিয়ে দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ শেষে যার যার দেশে গিয়ে জিহাদের ময়দান চালু করতে বলছেন।

এছাড়াও শাইখ মাকদিসি এর Friuits of Jihad এর নিজেদের সুসংহত করার জন্য যুদ্ধ বনাম শত্রুকে আহত করার জন্য যুদ্ধ অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

That is with regards the nature of the *Jihād*, but with regards its fruits, effects and results then it is also divided into two type: that performed for the sake of inflicting injury upon the enemy (*qitāl al-nikāyah*) and that performed for the sake of consolidating oneself in the land (*qitāl al-tamkīn*).

Any fighting done for the sake of inflicting injury upon the enemies of Allāh is a righteous, legislated act, even if it brings about nothing more than inflicting this injury, angering the enemy, causing them harm, terrorizing them, repelling their harm from the Muslims, rescuing the weak and oppressed from them, or freeing captives, and even if it does not directly lead to consolidating the Muslims in the land. Furthermore, those who undertake the fighting are – if Allāh wills – to be considered among the good-doers, whether the defeated losers like it or not.??

However, there is another type of fighting which it is obligatory for the Muslims to concentrate their efforts and direct their energies upon – it is the fighting of consolidation or liberation (*al-tahrīr*) as used in today's terminology. The Muslims today are in dire need of this type of fighting – it does bring about a level of injury to the enemy, but the fruit it bears are not restricted to this, or to rescuing some weak and oppressed, as was the case with the first type. Rather, one of its most important fruits is that

it consolidates the Muslims on the earth, and it is well-known that one of the greatest tragedies of the Muslims today is that they do not have an Islamic State that establishes their religion on the earth and in which they can seek refuge and shelter.

Until when will they plan to do nothing more than fight for the sake of injuring the enemy and seeking martyrdom? What shame or what obstacle prevents them from making plans for consolidation and striving to achieve it, in addition to inflicting injury and wishing for martyrdom?

৪৪। মহিলাদের দাওয়াহ দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল মানহাজ অনুসরণ।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। (সূরা আল আহযাব ৩৩: ৩৩)

মহিলাদের দাওয়াহ দেয়ার জন্য কোন মহিলা আমির থাকবে না। সাহাবী (রাঃ) দের মধ্যে এরকম ছিলো না।

মহিলারা ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াহ দিবে না।

মহিলারা তাদের মাহ্‌রামদের মাধ্যমে দ্বীন শিখবে।

কোন কিছু জানতে হলে প্রয়োজনে দায়ী মহিলার কাছে গিয়ে জেনে আসবে।

৪৫। উম্মতের প্রতি হামদর্দীর অভাব।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই- ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সূরা আল হুজুরাত ৪৯: ১০)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। (সূরা আল ফাতহ ৪৮: ২৯)

يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের

বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা আল হাশর ৫৯: ১০)

উম্মাতের হালাত বিবেচনা করা, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থাকা।

উম্মাহর নির্যাতিত, বন্দী, দূর্বলদের জন্য কাজ করা।

৪৬। উমারার মধ্যে আলিম নেই।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل 43 :16)

তোমরা যদি না জান তাহলে আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরাহ্ আন্-নাহ্ল ১৬ : ৪৩)

উমারা এর মধ্যে আলিম না থাকলে জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হবে? কিভাবে জানা যাবে কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম হবে? জিহাদের ফিকহ কিভাবে বাস্তবে অনুসরণ করা হবে? জিহাদ সম্পর্কিত শত- শত প্রশ্নের উত্তর কিভাবে আসবে?

وعن أبي أمامة الباهلي قال : " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. (رواه الترمذي وقال حسن غريب)

'একজন ইবাদাতকারীর (সাধারণ মুসলিমের) উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক যেমনি তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা।' (সুনান তিরিমিযী - ২৬৮৫, আলবানীর মতে সহীহ, দেখুন সহীহ আল জামি – ৪২১৩)

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'নিঃসন্দেহে আলিমগণ নাবীদের উত্তরাধিকারী। আর নাবীগণ কাউকে দিনার ও দিরহামের উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা শুধু ইলমের উত্তরাধিকার রেখে যান। সুতরাং, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, সে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য গ্রহণ করে। (সুনানে আবু দাউদ-৩৬৪১, সুনান তিরমিযী- ২৬৮২, মুসনাদে আহমাদ - ২১৭৬৩, সুনান ইবনে মাজাহ – ২২৩, সহীহ ইবনে হিব্বান – ৮৮, শুয়াবুল ঈমান – ১৬৯৬, আলবানীর মতে সহীহ, দেখুন সহীহ আল জামি - ৪২১২)

দ্বীন প্রতিষ্টার কাজ মূলত ছিলো নবীদের কাজ। আর নবীদের অনুপস্থিতিতে দ্বীন প্রতিষ্টার কাজে নেতৃত্ব দেয়ার হক্ব সবচেয়ে বেশী হলো আলিমদের, কারণ তারা নবীদের উত্তরাধিকারী।

বর্তমানে যতগুলি জিহাদের ময়দান আছে সব জায়গায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন আলিমরা। সেখানে উমারা হিসাবে আলিম ছাড়া একজনও দেখা যায় না।

উমারাতে আলিম না থাকলে ঐক্য আসবে না। ডিভিশন হবে।

৪৭। বাচ্চাদের শিক্ষা ও লালন-পালন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা আত তাহরীম ৬৬: ৬)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

এরই ওছিয়ত করেছে ইব্রাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল বাকারা ২: ১৩২)

অর্থাৎ পিতা- মাতা তাদের সন্তানের জন্য দ্বীনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করবে।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। (সূরা আল ফুরকান ২৫: ৭৪)

কিন্তু যাদেরকে আমরা চোখের শীতলতা দানকারী হিসেবে দেখতে চাই তাদেরকে আমরা কিভাবে বড় করছি? কোন পরিবেশে মানুষ করছি? কোন কালচারে অভ্যস্থ করছি?

Imams Bukhari and Muslim reported that the prophet (S.A.W.) said, "Every new born has the correct instinct, his parents make him Jewish, Christian or a fire worshipper."

Prophet Muhammad (S.A.W.) said, ''Whoever had a daughter, tutored her on good morals, educated her well and fed her properly; she will be a protection for him from hell fire."

The prophet Muhammad (S.A.W.) had said, "Order your children to pray at the age of seven."

বাচ্চাদের ছোটকাল থেকে মাদ্রাসায় পাঠানো।

ফিতরাতী ত্বারিক্বায় লালন পালন।

ছোটকাল থেকে হায়া, পোশাক পড়িয়ে রাখা ইত্যাদি।

৪৮। উম্মাহ এর ব্যাপারে খারেজী চিন্তা ভাবনা।

তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।

Abu Musa Al-Ash`ari reported: I asked the Messenger of Allah ﷺ: “Who are the most excellent among the Muslims?” He said, “One from whose tongue and hands the other Muslims are secure.” [Sahih Bukhari and Muslim]

‘Abdullah ibn Masud [ra] said: When the words “It is those who believe and confuse not their Belief with Zulm [wrong]…” were revealed, the companions of the Messenger of Allah ﷺ were distressed and asked, “Who among us has not

wronged himself?" The Messenger of Allah ﷺ said: "It is not as you think; rather it is shirk. Have you not heard what Luqman said to his son when exhorting him: 'O my son! Join not in worship others with Allah. Verily, joining others in worship with Allah is a great Zulm [wrong] indeed' [Qur'an, 31:13]?" [Bukhari and Muslim]

Imam An-Nawawi said: "This hadith contains a wealth of knowledge, such as the fact that sins, even if major, do not constitute kufr." [Sharh Sahih Muslim]

Imam Al-Bukhari is known to have held this belief as he said in Kitabul' Iman in his Sahih, "Sins are the matter of ignorance [jahiliyyah], but the sinner who commits them does not become an unbeliever [kafir] except in the case of shirk, because the Prophet ﷺ said "You are a man in whom there is some jahiliyyah" and Allah says: "Verily, Allah forgives not that partners should be set up with Him [in worship], but He forgives except that [anything else] to whom He wills." [Qur'an, 4:48]

তাকফীরের শর্ত ও প্রতিবন্ধকতার দিকে খেয়াল না রাখা।

অজ্ঞতার অযুহাতের দিকে খেয়াল না রাখা।